বস্তুসার

(Abstract)

সাহিত্যের গতিপথ বড় বিচিত্র। নিজস্ব চলমানতায় সে সংযোজন করে চলেছে বহু বিচিত্র শাখা-প্রশাখা। বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র রূপের মধ্যে উপন্যাস সাহিত্য নিজের পরিসীমাকে বিস্তৃত করেছে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। উপন্যাস রচনার পূর্বসূত্র বাংলা সাহিত্যে প্রচ্ছন্ন রূপে থাকলেও উপন্যাস নামে স্বতন্ত্র সত্তার জন্ম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে ঘটল তার সার্বিক মুক্তি। এরপর একে একে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে নতুন রূপে সজ্জিত হল। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ঘটল বাঁক বদল। দেশভাগ, সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বিস্তৃত চিত্র উপন্যাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী উপন্যাসে এলো নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ষাট-সত্তর দশকের বিভিন্ন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের চিত্র বাংলা উপন্যাসকে দিয়েছিল ভিন্ন গতিমুখ। আশি আর নব্বইয়ের দশক শতাব্দী শেষের হিসেব নিকেশ আর বিশ্বপরিস্থিতির সঙ্গে সংযুক্তির দশক। বিশ শতকের শেষ পাদে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর আবির্ভাব। ১৯৯০-২০১৯ সাল পর্যন্ত স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ১৮টি উপন্যাস নিয়ে আলোচনায় এগিয়েছি। এযাবৎ স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সাহিত্য বিষয় নিয়ে ভাবনার পরিসরকে উল্লেখ করেছি। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সাহিত্যচর্চা বিষয়কে কেন্দ্র করে 'পথ সাহিত্য পত্রিকা' তাদের একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এছাড়া সমগ্র সাহিত্য নিয়ে সোম প্রকাশনী থেকে 'স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কথাসেলাই পাঠকের নকশিকথা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছোটগল্প নিয়ে একটি গবেষণাও হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস সাহিত্য নিয়ে কোনো গবেষণামূলক কাজ এ পর্যন্ত হয়নি। আমার গবেষণা কর্মটি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর স্থানটি নির্মাণ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা রাখি।

প্রথম অধ্যায়

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর জীবন ও সাহিত্য পরিচয়

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ১৯৫১ সালের ২ জানুয়ারি (স্কুলের নথি অনুযায়ী) উত্তর কলকাতার বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সালটি নিয়ে সংশয় থাকায় তিনি অনুসন্ধান করে প্রকৃত তারিখটির নির্দেশ করেন ২৪ আগস্ট। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বাবা পূর্ববাংলায় স্কুল শিক্ষক ছিলেন। দেশভাগের

সময় তিনি পছন্দ অনুযায়ী এপার বাংলাকে বেছে নেন। মহারাজা কশিমবাজার স্কুল এবং হেয়ার স্কুলে তাঁর পড়াশুনোর প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়। দমদম মতিঝিল কলেজ থেকে রসায়নে বি.এসসি. পাশ করেন। কলেজের রেজাল্ট বেরনোর আগেই 'উইমকো' দেশলাই কোম্পানির সেলসম্যান-এর চাকরি করেন আকাশবাণী থেকেই তিনি আবসর গ্রহণ করেন। কলেজে পাঠরত অবস্থাতেই তিনি প্রথম গল্প লেখেন ১৯৭৪ সালে 'মধ্যাহ্ন' পত্রিকায় ' যোজন বিস্তৃত' নামে। এরপর 'প্রমা', 'অনুষ্টুপ', 'সত্তর দশক' পত্রিকায় তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন। ১৯৮২ সালে তাঁর প্রথম গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় অনুষ্টুপ প্রকাশনী থেকে 'ভূমিসূত্র' নাম নিয়ে। এরপর 'অষ্টচরণ যোল হাঁটু' (১৯৮৬ খ্রি:', 'ভিডিও-ভগবান-নকুলদানা' (১৯৯৩ খ্রি:), 'জার্সিগুরুর উল্টোবাচ্চা' (১৯৯৫ খ্রি:), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (২০০৩ খ্রি:), 'পঞ্চাশটি গল্প' (২০০৬ খ্রি:) ইত্যাদি গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার রমাপদ চৌধুরীর প্রেরণায় তিনি প্রথম 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাস লিখলেন। উপন্যাসটি শারদীয় 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। এবং ১৯৯৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নব্বইয়ের দশকে প্রকাশিত হয় 'নবম পর্ব', 'বাস্তুকথা'। একুশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'চলো দুবাই', 'অবন্তীনগর', 'পরবাসী', 'হলদে গোলাপ', 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ', 'কথাবলা পুতুল', 'শেকড় ছেঁড়া', 'চারডাক্তার'।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পর্ব বিভাজন

স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাস রচনায় পদার্পণ করলেন ১৯৯২ সালে এবং তাঁর লেখনী এখনও চলমান। আমি ২০১৯ পর্যন্ত তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিকে বেছে নিয়েছি। অধ্যায়টি উপন্যাসগুলির প্রকাশ সাল, পাবলিকেশন, উৎসর্গ পত্রের পরিচয়, সংক্ষিপ্ত উপন্যাস পরিচয় সম্বলিত। স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাস রচনায় সময়কে গুরুত্ব দেন। যাপিত জীবনের সময়ের বহমানতায় চরিত্রের জীবন জিজ্ঞাসা ভিন্ন মাত্রা পায় তাঁর উপন্যাসে। কাজের সুবিধার্থে আমি উপন্যাসগুলিকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছি। ফলে বিশ শতকের শেষ দশকে প্রকাশিত উপন্যাসগুলিকে প্রথম পর্বের উপন্যাস, একুশ শতকের প্রথম দশকে প্রকাশিত উপন্যাসগুলিকে দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস এবং একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত উপন্যাসগুলিকে তৃতীয় পর্বের উপন্যাসে ভাগ করে পরবর্তী আলোচনায় এগিয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম পর্বের উপন্যাস (১৯৯০-১৯৯৯) : জীবন জিজ্ঞাসার ভিন্ন স্বর অনুসন্ধান

সময়টা বিশ শতকের শেষ পর্ব। পূর্ববর্তী দশকগুলিতে ঘটে গিয়েছে ভাঙা গড়ার ইতিহাস। একের পর এক বিশ্ব পরিস্থিতির রূপবদলের চিত্র ভারতবর্ষের মানুষগুলির সামনে উঠে এসেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি মাথা তুলে আস্ফালন করতে থাকে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রসার মানুষের রোজনামচায় প্রবেশ করে একদিকে তার স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে ব্যাহত করে, অন্য দিকে বিশ্বকে জানার স্বপ্ন দেখায়। এরই মাঝে 'বিশ্বায়ন' নামের এক মোহ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। নব্বইয়ের দশকের মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিশ্ববাজার উন্মুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে এর দাপট শুরু হয়। আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিকের আমূল পরিবর্তন সূচিত হতে দেখা যায়। নব্বইয়ের দশকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাস রচনায় এলেন। তাঁর প্রথম পর্বে রচিত উপন্যাস সংখ্যা তিনটি। 'চতুষ্পাঠী' ১৯৯৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ষাট-সত্তর দশকের উত্তাল সময়। উপন্যাসটিতে সংস্কৃত ভাষাপ্রেমী আনঙ্গমোহন ভট্টাচার্যের জীবনাদর্শের কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। যে ভাষা আমাদের সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক সে ভাষাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাওয়ার লড়াই এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। 'নবম পর্ব' উপন্যাসটি ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত। ওড়িষ্যার পটভূমিকে কেন্দ্র করে লেখা। ওড়িষ্যার কেওনঝর নামের প্রত্যন্ত এলাকার অন্ত্যজ জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। 'বাস্তুকথা' উপন্যাসটি ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত। উপন্যাসটি শশাঙ্কমোহনবাবু এবং তাঁর পুত্রবধূ বনানীর বাস্তুচ্যুত হওয়ার চিত্র রয়েছে। একজন স্বভূমি থেকে আর একজন মনোভূমি থেকে উদ্বাস্তু।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস (২০০০-২০০৯) : জীবন জিজ্ঞাসার ভিন্ন স্বর অনুসন্ধান

একুশ শতকের দশক ভোগবাদী মানসিকতার উত্থানের দশক। 'বিশ্বায়ন' নামক সর্বগ্রাসীনীতির দ্বারা এই দশকের মানুষগুলি পথভ্রষ্ট। ভারতবর্ষের মত দেশের মানুষ যারা বিশ্বায়নের সমস্ত দিকের গ্রহীতা তাদের অবস্থা হাঁসজারুর মত হয়েছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী এই সময়ের মানুষগুলিকে নিয়ে যে আখ্যান রচনা করলেন তার মধ্যে উঠে এলো সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের প্রভাব। এই পর্বের উপন্যাসগুলি

যথাক্রমে— 'কম্পিউটার গেম্‌স' (২০০০ খ্রি:), 'চলো দুবাই' (২০০২ খ্রি:), 'অবন্তীনগর' (২০০২ খ্রি:), 'যে জীবন ফড়িংয়ের' (২০০৪ খ্রি:)। প্রথম উপন্যাসটিতে যন্ত্র সভ্যতার মানুষগুলি কীভাবে ভোগবাদী মানসিকতাকে লালন করে চলেছে তাঁর চিত্র রয়েছে। যন্ত্র সভ্যতা মানুষকে যন্ত্র করে তোলে। সেদিকটিকে মানিক-মালবি, প্রবাল-মল্লিকা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় উপন্যাসের পটভূমি একুশ শতকের ভোগবাদী মানসিকতার চরম প্রকাশ। মলয়-বাচ্চু, সিনেমা-সীমা-রিমা প্রত্যেকের মধ্যে ভোগবাদী মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। তৃতীয় উপন্যাসে রয়েছে একটি সুবর্ণ বণিক পরিবারের একশ বছরের ইতিহাস। মূলত সময় বদলে চরিত্রের রূপ বদলের চিত্র উপন্যাসটির অঙ্গ। নব প্রজন্মের মূল্যবোধের আবক্ষয়ের চিত্র উপন্যাসটিতে রয়েছে। চতুর্থ উপন্যাসে মানব জীবনে যৌনতার রহস্য উন্মোচন করেছেন লেখক। একান্ন বছর বয়সে সামান্য রক্তের উত্তাল রূপ পিতৃত্বের স্বাদ দিতে পারে। কিন্তু বয়স আর ফ্ল্যাট বাসিন্দাদের সামনে লজ্জাবোধের কারণে ভ্রূণটিকে হত্যা করার উপায় নির্মাণ করতে হয়। এই প্রেক্ষাপটে চরিত্রে মনন অনুসন্ধান করেছেন লেখক। প্রতিটি উপন্যাসে স্বপ্নময় চক্রবর্তী এক আত্মজিজ্ঞাসু মানুষের অনুসন্ধান করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর তৃতীয় পর্বের উপন্যাস (২০১০-২০১৯) : জীবন জিজ্ঞাসার ভিন্ন স্বর অনুসন্ধান

বিশ্বায়নের তৃতীয় পর্যায় বলা যায় এই পর্বকে । এই সময় বিশ্বাসহীনতার সময়। বিশ্ব নাগরিক হতে গিয়ে মানুষ একমুখী আর স্বার্থপরতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এক উত্তাল সময়ের মধ্যে স্বপ্নময় চক্রবর্তী মানুষ খোঁজেন। ফলে তাঁর উপন্যাসগুলি হয়ে ওঠে সামাজিক দলিল। এই পর্বের উপন্যাসগুলি হল— 'নাটাদা' (২০১০খ্রি:), 'পরবাসী' (২০১০খ্রি:), 'কান্তকবি' (২০১১খ্রি:), 'হলদে গোলাপ' (২০১৫খ্রি:), 'ভেজা বারুদ' (২০১৬খ্রি:), 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ' (২০১৬খ্রি:), 'দুনিয়াদারি' (২০১৬খ্রি:), 'কথাবলা পুতুল' (২০১৭ খ্রি:), 'শেকড় ছেঁড়া' (২০১৭খ্রি:), 'চারডাক্তার' (২০১৮খ্রি:), 'কিছু একটা হয়ে যাবে' (২০১৯খ্রি:)। 'নাটাদা' উপন্যাসে নাটাদার গুণ্ডা হয়ে ওঠার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নাটাদার জীবনবৃত্তে তিনটি পর্যায়ের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে কলকাতার মস্তান রাজের বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর সংসার করতে চাওয়ার মানসিকতাকে কেন্দ্র করে পরস্ত্রী জবার সঙ্গে ঘরবাঁধা, তৃতীয় পর্যায়ে পাঁচি মাসির মেয়ে খেঁদিকে মানুষ করা,

তাকে বিয়ে দেওয়ার মতো কর্তব্য করতে দেখা গিয়েছে। এখানেই উপন্যাসটির চরিত্র নির্মাণ কৌশলে অনন্য। 'পরবাসী' উপন্যাসে বসন্তকুসুম এবং প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডলের প্রবাসী বাঙালি মানসিকতার চিত্র ব্যক্ত হয়েছে। উপন্যাসটির মধ্যে বিশ্বায়নের প্রভাবে পশ্চিমবাংলার আর্থ-সাংস্কৃতিক দিকের পরিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছে। বসন্তকুসুম খোঁজার চেষ্টা করে তাঁর স্বদেশ কোনটা? আমেরিকা না ভারতবর্ষ। 'কান্তকবি' উপন্যাসের মধ্যে পশ্চিমবাংলার কবিতা রচনার নলিনীকান্তের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের চিত্র উঠে এসেছে। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কালজয়ী উপন্যাস 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসটিতে এল.জি.বি.টি. সম্প্রদায়ের মানুষগুলোর আত্মকথা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। 'ভেজা বারুদ' উপন্যাসটিতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একজন সাধারণ মানুষের জীবন কীভাবে প্রভাবিত হয় তার কাহিনি বিবৃত হয়েছে। 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করে— বিজ্ঞান গবেষণাকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসটি জ্যোতির্বিজ্ঞানী নারায়ণ চন্দ্র রাণা এবং তাঁর স্কুল শিক্ষক মণিন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ির জীবন কাহিনিকে অনুসরণ করে লেখা। 'দুনিয়াদারি' উপন্যাসটিতে ইসলাম ধর্মের আকিল মুনশির জীবন জিজ্ঞাসার স্বর মানবতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'কথাবলা পুতুল' উপন্যাসে মহামায়া নামক এক নারীচরিত্রের জীবন সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। টিকে থাকার লড়াইয়ের চিত্র আঁকতে গিয়ে তার ওপর হয়ে যাওয়া শারীরিক শোষণকে উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে গিয়ে বেহুলার মিথের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন লেখক। 'শেকড় ছেঁড়া' উপন্যাসে একটি উদ্বাস্তু পরিবারের উদ্বাস্তু হওয়ার কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রজন্মের মানসিকতাকে এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখক। 'চার ডাক্তার' উপন্যাসটিতে রয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের চার মাধ্যমের কাহিনি। চারটি আলাদা আখ্যান উপন্যাসটিতে শেষ পর্যন্ত এক হয়ে যায়। হাতুড়ে, হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথ, ডাক্তার বিশেষণহীন— এই চারটি পর্যায়ে উপন্যাসের কাহিনি গ্রন্থন হয়েছে। 'কিছু একটা হয়ে যাবে' উপন্যাসে এইডস রোগকে কেন্দ্র করে যে অন্ধবিশ্বাসগুলো আমাদের সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে তার চিত্র উঠে এসেছে। একুশ শতকের স্বার্থমগ্ন নব প্রজন্মের ডাক্তারদের মানসিকতা এই উপন্যাসে রয়েছে। যারা অর্থ উপার্জন ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। আত্মসর্বস্ব এবং সব পাওয়ার যুগের চিত্র স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসের পাতায় উঠে এসেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমকালের প্রেক্ষাপটে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর স্বাতন্ত্র্য

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম উপন্যাস ‘চতুষ্পাঠী’র বিষয় নতুন একটি দিকের সূচনা করেছিল। একুশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে মূলত তৃতীয় লিঙ্গ নিয়ে ভাবনার প্রতিফলন স্বপ্নময় চক্রবর্তীর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু স্বপ্নময় চক্রবর্তীর তৃতীয় সত্তাকে নিয়ে ভাবনা অন্যমাত্রা পায় তাঁর ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য। উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে বাংলা উপন্যাসের বহু পর্ব রচিত হয়েছে। উদ্বাস্তু জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসকে তুলে ধরে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসে উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ নব রূপ লাভ করেছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী মনে করেন সাহিত্যে বিশ্লেষণ জরুরি। উপন্যাসের মধ্যে তিনি চরিত্র সৃষ্টি বা বিষয়বস্তু নির্মাণে বিশ্লেষণকে প্রয়োগ করেছেন। তিনি ভাষা, বাক্য, লোককথা, ছড়া, মিথকে উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন প্রয়োজন বিশেষে। ক্ষেত্রসমীক্ষা করে তথ্যভিত্তিক উপন্যাস রচনায় তিনি অনবদ্য।

উপসংহার

সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী অক্লান্ত পরিশ্রমে মানুষের চলমান জীবনযাত্রা থেকে এমন কিছু মানুষদের বেছে নেন যারা অনেক সময় খুব সাধারণ চরিত্রের, বা একটু আলাদা নজরে দেখি সেসব মানুষগুলিকে নিয়ে তাদের আখ্যান রচনা করেন। বিচিত্র কর্ম জীবনের অভিজ্ঞতা হুবহু তুলে না ধরে চরিত্রের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিশ্লেষণ করেন। মানুষের জীবন যন্ত্রণার, জীবন সংগ্রামের গোপন দিকটির উদ্ঘাটন দেখা যায় তাঁর উপন্যাসে। সময়কে ধরতে চাওয়া এই মানুষটির লেখনী আজও চলমান। ফলে সামগ্রিকভাবে তাঁর মূল্যায়ন করতে আমাদের তাঁর পরবর্তী সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।